গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ভবন, মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬
www.skt.gov.bd

**স্মারক নম্বর:** ৩৮.০১.০০০০.০০০.০০০.১৭.০০০১.২৫.২৮০

তারিখ: ১৯ শ্রাবণ ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ
০৩ আগস্ট ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

**বিষয়: দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সাম্প্রতিক ভারী বৃষ্টিপাত ও পাহাড়ী ঢলের কারণে সৃষ্ট বন্যাজনিত দুর্যোগ মোকাবেলা, জরুরি সাড়াদান ও সমন্বয়ের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।**

সূত্র: প্রাগম এর স্মারক নম্বর ৩৮.০০.০০০০.০০০.০০২.৯৯.০০০২.১৯.১৫৬৫; তারিখ: ২৬/০৭/২০২৬

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত পত্রের নির্দেশনা পরিপালন ও তৎপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: ১. মন্ত্রণালয়ের পত্র,
২. কার্যবিবরণী।

০৩-০৮-২০২৬
সুরাইয়া খান
পরিচালক

প্রধান শিক্ষক
শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়.......... (সকল)।

**স্মারক নম্বর:** ৩৮.০১.০০০০.০০০.০০০.১৭.০০০১.২৫.২৮০/১ (৭)

তারিখ: ১৯ শ্রাবণ ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ
০৩ আগস্ট ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

**সদয় জ্ঞাতার্থে/জ্ঞাতার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):**

১। মন্ত্রীর একান্ত সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
২। প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৩। সচিবের একান্ত সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৪। মহাপরিচালকের একান্ত সচিব, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মিরপুর-২, ঢাকা (মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৫। অতিরিক্ত সচিব (বিদ্যালয়) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৬। কম্পিউটার অপারেটর, শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট, মিরপুর-২, ঢাকা (ওয়েবসাইটে আপলোডের অনুরোধসহ)।
৭। সংরক্ষণ, কপি।

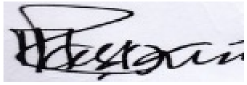

০৪-০৮-২০২৬
মোঃ মাহবুবুর রাব্বানী
সহকারী পরিচালক (শিক্ষা ও কারিগরি)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-২ অধিশাখা
www.mopme.gov.bd

**স্মারক নম্বর:** ৩৮.০০.০০০০.০০০.০০২.৯৯.০০০২.১৯.১৫৬৫

তারিখ: ১১ শ্রাবণ ১৪৩৩
২৬ জুলাই ২০২৬

**বিষয়: দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সাম্প্রতিক ভারী বৃষ্টিপাত ও পাহাড়ী ঢলের কারণে সৃষ্ট বন্যাজনিত দুর্যোগ মোকাবেলা, জরুরি সাড়াদান ও সমন্বয়ের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।**

সূত্র: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-৫১.০০.০০০০.৩২২.২৯.০০১.২৪ (অংশ-১).১৫৬; তারিখ: ১৫ জুলাই ২০২৬।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত স্মারকের পরিপ্রেক্ষিতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সাম্প্রতিক ভারী বৃষ্টিপাত ও পাহাড়ী ঢলের কারণে সৃষ্ট বন্যাজনিত দুর্যোগ মোকাবেলা, জরুরি সাড়াদান ও সমন্বয়ের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার কার্যবিবরণীর ছায়ালিপি এতদ্‌সঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

০২। এমতাবস্থায়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত কার্যবিবরণীর প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্তের আলোকে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

**সংযুক্তিঃ**
(১) কার্যবিবরণী

২৬-০৭-২০২৬
মোঃ শামছুল আরিফ
উপসচিব
ফোন : ০২২২৩৩৫১৮০১
ইমেইল : admin2@mopme.gov.bd

**বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):**
১। মহাপরিচালক, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিট, ঢাকা।
২। মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬।
৩। মহাপরিচালক, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা।
৪। মহাপরিচালক, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ), ময়মনসিংহ।
৫। পরিচালক, শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট, ঢাকা।

**স্মারক নম্বর:** ৩৮.০০.০০০০.০০০.০০২.৯৯.০০০২.১৯.১৫৬৫/১ (৩)

তারিখ: ১১ শ্রাবণ ১৪৩৩
২৬ জুলাই ২০২৬

**সদয় জ্ঞাতার্থে/জ্ঞাতার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):**
১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। যুগ্মসচিব (প্রশাসন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২৬-০৭-২০২৬
মোঃ শামছুল আরিফ
উপসচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা-১ অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.modmr.gov.bd

**দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সাম্প্রতিক ভারী বৃষ্টিপাত ও পাহাড়ী ঢলের কারণে সৃষ্ট বন্যাজনিত দুর্যোগ মোকাবেলা, জরুরি সাড়াদান ও সমন্বয়ের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার কার্যবিবরণী:**

| | | |
|---|---|---|
| সভাপতি | : | জনাব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, এমপি<br>মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়,<br>বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। |
| সভার স্থান | : | বাংলাদেশ সচিবালয়স্থ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সভাকক্ষ<br>(ভবন নং-১, কক্ষ নং-৪০০)। |
| সভার তারিখ | : | ১৪ জুলাই ২০২৬ খ্রি. |
| সময় | : | ১১ টা। |

(উপস্থিত সদস্যবৃন্দের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক' তে সন্নিবেশিত হল)

সভাপতি উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি জানান যে, অত্যন্ত অল্প সময়ে জরুরি পরিস্থিতিতে বন্যা মোকাবিলায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের গৃহিত কার্যক্রম পর্যালোচনা ও করণীয় নির্ধারণের জন্য এই বিশেষ সভার আয়োজন করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিদ্যমান বন্যা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বিশেষ দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছেন এবং আজকের এ সভা আয়োজনের নির্দেশনা প্রদান করেছেন। তিনি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী এবং সচিবগণকে তাদের পরিকল্পনা ও গৃহিত কার্যক্রম সভায় উপস্থাপনের অনুরোধ জানান।

০২। বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এবং চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে সাম্প্রতিক বন্যাজনিত দুর্যোগ মোকাবেলায় সমন্বয় ও তদারকির দায়িত্বপ্রাপ্ত জনাব অনিন্দ্য ইসলাম অমিত জানান যে, গত ১০ জুলাই ২০২৬ খ্রি. দায়িত্ব পাওয়ার দিনেই চট্টগ্রামে পৌছান এবং চট্টগ্রামে বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রশাসক, বন্যা উপদ্রুত জেলাসমূহের জেলা প্রশাসকগণ এবং সকল সরকারি দপ্তরের প্রধানগণের সমন্বয়ে একটি সমন্বয় সভা আয়োজন করেন। কক্সবাজারের বিভিন্ন এলাকা, চট্টগ্রামের বাঁশখালি এবং রাঙ্গামাটি জেলা পরিদর্শনপূর্বক স্থানীয় বাসিন্দাদের খৌজ খবর নেন ও সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেন। আজ সন্ধ্যায় (১৪ জুলাই ২০২৬ খ্রি.) তিনি বান্দরবান জেলার উদ্দেশ্যে রওনা হবেন। তিনি জানান যে, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের নির্দেশে স্থানীয় প্রশাসন বন্যা মোকাবেলায় আগাম প্রস্তুতি গ্রহণ করে ছিল। পূর্বপ্রস্তুতির কারণে দুর্যোগের

প্রথম দিন থেকেই স্থানীয় প্রশাসন অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সীমান্তবর্তী বন্যাদুর্গত এলাকাগুলোতে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সক্রিয়ভাবে উদ্ধার ও সহায়তার কাজ করেছে। দুর্গত কিছু এলাকায় বিশেষ করে নারী ও শিশুদের সিভিল সার্জনের কার্যালয়ের উদ্যোগে দ্রুততম সময়ে মহিলা ডাক্তার সরবরাহের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা হয়েছে। জেলা প্রশাসনের সরাসরি নেতৃত্বে দুর্যোগ পরিস্থিতি ও পুনর্বাসন কার্যক্রম সমন্বয় করা হচ্ছে। ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিটি এলাকায় মাঠপর্যায়ে নিবিড় তদারকির জন্য একজন প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাকে 'ট্যাগ অফিসার' হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। দুর্গত অঞ্চলে স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সেনাবাহিনী, নৌ-বাহিনী ও বিজিবি একত্রে কাজ করছে। দ্রুততার সাথে ক্ষয়-ক্ষতির তথ্য সংগ্রহের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং বর্তমানে ক্ষয়-ক্ষতির প্রাথমিক ডাটা সংরক্ষণের কাজ চলমান রয়েছে। চট্টগ্রাম-বান্দরবান সড়ক যোগাযোগ পুনরায় চালু হয়েছে। দুর্গত এলাকার কিছু কিছু জায়গায় ব্রিজ ও কালভার্ট ধ্বসে পড়ার খবর পাওয়া গেছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে দুর্গত এলাকায় তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োজনীয় ত্রাণ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। পানি সম্পদ মন্ত্রীর সাথে সার্বিক বিষয়ে আলোচনা করে। বেড়িবাঁধসমূহ মেরামত এবং স্লুইস গেটগুলো সচল রাখার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। চলমান খাদ্য সহায়তা কর্মসূচি আরও সম্প্রসারণ ও কার্যকর করার জন্য তিনি মতামত ব্যক্ত করেন।

০৩। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব এম ইকবাল হোসেইন বলেন যে, তিনি গত ০৯-১০ জুলাই ২০২৬ খ্রি. বন্যা উপদ্রুত এলাকাসমূহ পরিদর্শন করেন। কিন্তু সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন থাকায় বান্দরবান জেলায় পরিদর্শন করতে পারেননি। জেলা প্রশাসনের সময়োপযোগী ও কার্যকর আগাম প্রস্তুতির কারণে এবার বন্যায় জনসাধারণের জানমালের ক্ষয়ক্ষতি ও দুর্ভোগ অনেকটাই কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। বর্তমানে বন্যা পরিস্থিতির ধারাবাহিক উন্নতি হচ্ছে এবং বন্যাকবলিত এলাকার পানি ক্রমান্বয়ে নেমে যাচ্ছে। মানবিক সহায়তা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। পরিস্থিতি এখন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে ও সন্তোষজনক অবস্থায় রয়েছে মর্মে জানান। বন্যার পানি পুরোপুরি নেমে যাওয়ার পরপরই উপদ্রুত এলাকায় মূল পুনর্বাসন কার্যক্রম পুরোদমে শুরু করতে হবে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

০৪। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আসাদুল হাবিব দুলু বলেন যে, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সাম্প্রতিক ভারী বৃষ্টিপাত ও পাহাড়ী ঢলের কারণে সৃষ্ট ০৭টি জেলায় চলমান বন্যায় জানমালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়েছে। চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলার ৫৭টি উপজেলা, ৩৬৮টি ইউনিয়ন ও ১২টি পৌরসভা বন্যা কবলিত হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্থ জনসংখ্যা আনুমানিক ৬,০৯,৪১১ জন। বন্যায় প্রায় ১,৫৫,৩১১টি পরিবার পানিবন্দী অবস্থায় রয়েছে। ভয়াবহ পাহাড়ধ্বস, পাহাড়ি ঢলে ইতোমধ্যে ৫৪ জন মানুষ প্রাণ হারিয়েছে, আহত হয়েছে ৩৯ জন। এ দুর্যোগকালীন পরিস্থিতি মোকাবেলায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় ইতোমধ্যে ১,০৪৯টি আশ্রয়কেন্দ্র চালু করেছে। গত ১২/০৭/২০২৬ পর্যন্ত উক্ত আশ্রয়কেন্দ্রসমূহে নারী, পুরুষ ও শিশুসহ মোট ৩৮,৪২২ জন আশ্রয় গ্রহন করেছে। এছাড়া দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় বন্যা শুরুতেই গত

০৭/০৭/২০২৬ তারিখ হতে উক্ত জেলাসমূহে ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। উক্ত কার্যক্রমের আওতায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে আক্রান্ত ০৭টি জেলায় অদ্যাবধি মোট ১,৭৫,০০,০০০ (এক কোট পচাঁত্তর লাখ) টাকা ও ৩,২৫০ (তিন হাজার দুইশত পঞ্চাশ) মে.টন চাল বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া সারা দেশের বাকি ৫৭ জেলায় ০৭/০৭/২০২৬ তারিখে প্রতি জেলা ৫,০০,০০০ (পাঁচ লাখ) টাকা ও ১০০ (একশত) মে.টন চাল হারে সর্বমোট ২,৮৫,০০,০০০ (দুই কোটি পচাঁশি লক্ষ) টাকা ও ৫,৭০০ (পাঁচ হাজার সাতশত) মে.টন চাল বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে আক্রান্তদের মাঝে শুকনা ও অন্যান্য খাবার এবং রান্না করা খাবার নিয়মিত বিতরণ করা হচ্ছে। প্রয়োজন মোতাবেক এ বরাদ্দ প্রদান ও বিতরণ কার্যক্রম চলমান থাকবে।

০৫। স্বরাষ্ট্র মনন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন যে, চট্টগ্রাম বিভাগের এক বিশাল অংশ অর্থাৎ চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজার জেলা সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, যার মধ্যে চকরিয়া, পেকুয়া এবং বাঁশখালী উপজেলা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। উদ্ধার কার্যক্রমসহ ত্রাণ সহায়তা প্রদান করেছে স্থানীয় প্রশাসন, পুলিশ এবং বিভিন্ন সামাজিক ও সরকারি সংস্থা। তবে বন্যার পানি নেমে যাওয়ার পর আসল চ্যালেঞ্জ শুরু হবে। তখন মূল কাজই হবে ক্ষয়ক্ষতি নিরুপনপূর্বক কার্যক্রম নিশ্চিত করা। মানুষের পুনর্বাসন নিশ্চিত করা। একই সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা সচল ও নির্বিঘ্ন রাখতে হাইওয়ে রোডগুলো দ্রুত সংস্কার ও সচল রাখার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। বন্যায় আউশ ধানের বীজতলা সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে। কৃষকদেরকে ধানের চারা অথবা বীজ সরবরাহের বিষয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানান। তিনি জানান যে কয়েকটি স্থানে বেড়িবাঁধ ভেঙ্গে গেছে। বেড়িঁবাধসমূহ দ্রুত মেরামতের জন্য মাননীয় পানি সম্পদ মন্ত্রীকে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ জানান। পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্মিত স্লুইসগেটসমূহ পরিচালনার জন্য পরিচালনা কমিটি রয়েছে। এই পরিচালনা কমিটি ইজারা নিয়ে সেখানে মাছ চাষ করে। ফলে বন্যার পানি দ্রুত নেমে যাওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। এই পরিচালনা কমিটি বাতিল করে স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় পরিচালনা কমিটি করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানান। সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় সরকারের ভাবমূর্তি বজায় রাখা এবং কার্যক্রম সফল করার জন্য সবার সাথে সুসমন্বয় বজায় রেখে কাজ করা অত্যন্ত জরুরি। বিশেষ করে ত্রাণ বরাদ্দ ও বিতরণে যেন কোনো ধরনের অনিয়ম, অপচয় বা বিতর্ক তৈরি না হয়, সেজন্য কঠোর মনিটরিং ও সমন্বিত উদ্যোগ নিতে হবে। সর্বোপরি, স্থানীয় প্রশাসনের সাথে অন্যান্য সকল সংস্থার কাজের সঠিক সমন্বয় করা সম্ভব হলে বন্যা-পরবর্তী ক্ষয়ক্ষতি ও মানুষের দুর্ভোগ অনেকাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব হবে।

০৬। মাননীয় অর্থমন্ত্রী এবং পরিকল্পনা মন্ত্রী জনাব আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন যে, বন্যায় আক্রান্ত ক্ষতিগ্রস্তদের ডাটাবেজ তৈরি করা প্রয়োজন। এই ডাটাবেজের আলোকে বিভিন্ন বিভাগ কর্তৃক পুনর্বাসন কার্যক্রম চালু করতে হবে। কৃষির উৎপাদনশীলতা যাতে কোনভাবে ক্ষতিগ্রস্থ না হয়, সে বিষয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়কে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। কৃষকদের পুনর্বাসন কার্যক্রমে বীজসহ একটি পরিপূর্ণ প্যাকেজ প্রদান করা প্রয়োজন। উপদ্রুত অঞ্চলে সাপ্লাই চেইন বাজয়

রাখার লক্ষ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা সচল রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। যেহেতু এ বছর চট্টগ্রামে অস্বাভাবিক বন্যা হয়েছে, এ অঞ্চলের মানুষ এ ধরণের বন্যায় অভ্যস্ত নয়, তাই এটি এ অঞ্চলের জন্য একটি বিশেষ সংকট। টেকসই পুনর্বাসনের লক্ষ্যে পুনর্বাসনের ধাপ, অর্থায়ন ইত্যাদি বিষয়ে একটি পরিকল্পনা তৈরি করা প্রয়োজন। সরকারী ত্রাণ কার্যক্রমে দলীয় লোকজন অন্তর্ভুক্ত হলে বিতর্ক সৃষ্টি হতে পারে মর্মে তিনি মতামত ব্যক্ত করেন।

০৭। বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব জনাব ইকবাল হাসান মাহমুদ বলেন যে, কৃষি পুনর্বাসনের কার্যক্রমের অংশ হিসেবে কৃষি বিভাগ উঁচু স্থানে বীজতলা তৈরি করে চারা বিতরণ কার্যক্রমসহ বীজ ও সার সরবরাহ করতে পারে। বন্যা পরবর্তী সময়ে চর্মরোগ, আমাশয়, পেটের পীড়াসহ নানাবিধ রোগ দেখা দেয়। এ সকল রোগ প্রতিরোধে স্বাস্থ্য বিভাগকে ঔষধসহ প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করতে হবে। বন্যার সময় যাতে বিদ্যুতের মাধ্যমে কোন দুর্ঘটনা না হয় সে জন্য এ মন্ত্রণালয়ে কন্ট্রোলরুম খোলা হয়েছে। সরকারী ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমে দলীয় লোকজনের অন্তর্ভুক্ত না করে বরং স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে পরিচালনা করার বিষয়ে মতামত প্রদান করেন।

০৮। কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ আমিন উর রশিদ বলেন যে, বন্যা আক্রান্ত জেলাগুলোতে ১০,৫০৪ হেক্টর বীজতলা নষ্ট হয়েছে। বীজতলা নষ্ট হওয়ার কারণে নতুন করে বীজতলা তৈরি এবং ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের চারা সরবরাহের একটি সমন্বিত উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের পুনর্বাসনের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ে বর্তমানে ৩০৬.৪০ মেট্রিক টন ধানের বীজ মজুদ রয়েছে। এই উদ্যোগকে আরও কার্যকর করতে ধানের বীজের সাথে প্রয়োজনীয় টিএসপি, ডিএসপি এবং ফসফরাস সার মিলিয়ে একটি বিশেষ কৃষি প্যাকেজ তৈরির পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এই সহায়তার আওতায় প্রতিটি প্যাকেজে ৫ কেজি উন্নত মানের ধানের বীজ এবং তার সাথে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন সার অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে, যা পরবর্তীতে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের মাঝে সুষমভাবে বিতরণ করা হবে।

০৯। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী সরদার মোঃ সাখাওয়াত হোসেন (বকুল) সভাকে অবহিত করেন যে, বন্যার পানি নেমে যাওয়ার পর সাধারণত বিভিন্ন পানিবাহিত রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ইতিমধ্যে সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। বন্যা আক্রান্ত এলাকায় এ পর্যন্ত ৭,২৯,০০০ পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট সরবরাহ করা হয়েছে, আরো ৩৬,১৯,৮৭২টি মজুদ আছে। ৭৫,৮৫,২৯৯ টি খাবার স্যালাইন এবং ৯৯,৯৯৫ টি নরমাল স্যালাইন সরবরাহ করা হয়েছে। সাপের কামড়ে যাতে মৃত্যু না হয় সেজন্য ২১,০০০ ভায়েল অ্যান্টি-স্নেক ভেনম সরবরাহ করা হয়েছে। আরো ২৫,০০০ টি মজুদ আছে। মাঠ পর্যায়ের চিকিৎসা সেবা সচল রাখতে দুর্গত এলাকার সকল ডাক্তার এবং নার্সদের ছুটি বাতিল করা হয়েছে। গর্ভবতী মা ও শিশুদের চিকিৎসায় বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। মন্ত্রণালয় হতে সার্বিক স্বাস্থ্য সেবা মনিটরিং করা হচ্ছে।

১০। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব ফরহাদ হোসেন আজাদ সভাকে অবহিত করেন যে, বাংলাদেশে গড় বৃষ্টিপাত পরিমাণ ২২০০ মি:মি: । গত ৬ থেকে ১৩ জুলাই পর্যন্ত চট্টগ্রামে ১৪৫৪ মিমি, বান্দরবানে ১১০২ মিমি, কক্সবাজারে ৮৪৬ মিমি এবং সিলেট ও সুনামগঞ্জে অস্বাভাবিক বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়। এই মাত্রাতিরিক্ত ও অস্বাভাবিক বৃষ্টিপাতের ফলেই আকস্মিক বন্যার সৃষ্টি হয়েছে। গত ১২ জুলাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ নির্দেশনায় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালকসহ একটি উচ্চপর্যায়ের দল উপদ্রুত এলাকা পরিদর্শন করেন। বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (সিডিএ) চেয়ারম্যান এবং চট্টগ্রামের মাননীয় সংসদ সদস্যদের সমন্বয়ে একটি জরুরি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পানি দ্রুত নিষ্কাশনের জন্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল গেট/স্লুইস গেট সার্বক্ষণিক সচল রাখার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। অতিবৃষ্টির কারণে কক্সবাজারের বেশ কয়েকটি স্থানে বাঁধ ভেঙে গেছে। মাতামুহুরী নদীর কোনাখালী ইউনিয়নের অংশে এবং পূর্বমোহর নামা এলাকার কিছু অংশে বেঁড়িবাঁধ ভাঙ্গনের সৃষ্টি হয়েছে। তিস্তা, দুধকুমারী, কুশিয়ারা ও সুরমা নদীর পানি ক্রমান্বয়ে বিপদসীমার নিচে নেমে আসছে। হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজারের যে ২টি অংশে বাঁধ ভেঙে গিয়েছিল, তা ইতিমধ্যে পরিদর্শন করা হয়েছে। নদীর পানি কমার সাথে সাথে বাঁধ পুনর্নির্মাণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। মৌলভীবাজারের বাঁধ মেরামতের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এখানকার পানি উন্নয়ন বোর্ডের স্লুইস গেটসমূহ মেরামতের বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হবে। মাননীয় সংসদ সদস্যের সাথে পরামর্শ করে বর্ষা শুরুর আগেই বাঁধ টেকসই করার জন্য মোট ১,৩৪৫টি প্যাকেজ কাজের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে ৩০০টি প্যাকেজ সমাপ্ত হয়েছে। ১০৫৩টি প্যাকেজের কাজ চলমান রয়েছে। বন্যা মোকাবেলার জন্য ৭,৫৭,৫০০টি জিওব্যাগ সরবরাহ কররা হয়েছে। আরো ৬,০৭,৫৩৪টি জিওব্যাগ মুজদ আছে

১১। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব জহির উদ্দিন স্বপন, এমপি বলেন যে, বন্যাসংক্রান্ত সকল সরকারী কার্যক্রম মিডিয়াতে প্রচার করা হয়। কিছু কিছু গনমাধ্যম ও সোসাল মিডিয়ার নেগেটিভ সংবাদ প্রচার করে। তাই জনগণকে যথাসময়ে সঠিক তথ্য প্রদান করা প্রয়োজন। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয় তথ্যসমূহ নিয়মিত এ মন্ত্রণালয়ে তথ্য প্রদান করলে নিয়মিত প্রেস ব্রিফিং এর মাধ্যমে সরকারী উদ্যোগে জনগণকে জানানো সম্ভব হবে। জেলা তথ্য কর্মকর্তাদের এ বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

১২। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মিজ্ ফারজানা শারমীন বলেন যে, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় হতে ক্ষতিগ্রস্থদের ব্যক্তিদের অনুদান প্রদান এবং তাদের জন্য বাসস্থান নির্মাণের সুযোগ রয়েছে। তাছাড়া এ মন্ত্রণালয় হতে কৃষকদের সুদমুক্ত ঋণ প্রদান করা হয়। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে ক্ষতিগ্রস্থদের তালিকা পাওয়া গেলে এ

সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হবে। ক্ষতিগ্রস্থ এলাকায় ফোকাল পয়েন্ট নির্ধারণ এবং তথ্যসমূহ দ্রুত প্রাপ্তির লক্ষ্যে হট লাইন চালুর বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন।

১৩। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আরিফুল হক চৌধুরী বলেন যে, হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজার বাঁধ ভেঙ্গে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। তিনি জানান যে, তার নির্বাচনী এলাকার পাশ্বেই মেঘালয়ের চেরাপুঞ্জি। সেখানে গতকাল ২৬০ মি: মি: বৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে তার নির্বাচনী এলাকা প্লাবিত হয়েছে। সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ এলাকার পিয়াইন নদী ভারত থেকে আগত পাথর ও বালি দ্বারা ভরাট হয়ে গেছে। তাছাড়া ফসলী জমিতে অনেক বালি জমা হয়েছে। কিন্তু জেলা প্রশাসন বলছে ফসলী জমিতে ভরাটকৃত বালির মালিক খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়। এতে জমির মালিকগণ ভোগান্তিতে পড়েছে। এছাড়া ০২ টি রাস্তা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। বন্যা কবলিত জনগণকে মানবিক সহায়তা প্রদানের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানান। ক্ষতিগ্রস্থ বাঁধ ও রাস্তা মেরামতের জন্য সংশ্লিষ্টদের অনুরোধ জানান।

১৪। সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী শেখ রবিউল সভাকে অবহিত করেন যে, আরিচা ও দৌলতদিয়ার কয়েকটি ফেরীঘাট কিছুটা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। তাছাড়া বন্যাকবলিত এলাকায় রাস্তার কার্পেটিং উঠে গেছে; তবে রাস্তাসমূহ সচল রয়েছে। বন্যার কারণে চট্টগ্রাম হতে কক্সবাজার জেলায় ৭-১১ জুলাই পর্যন্ত বন্ধ ছিল, গত ১২ জুলাই হতে আবার চালু হয়েছে। বন্যায় রেলপথের কিছু অংশ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।

১৫। মাননীয় খাদ্য প্রতিমন্ত্রী মোঃ আব্দুল বারী, সভাকে অবহিত করেন যে, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান এবং কক্সবাজারের লামা এবং চিড়িঙা এলাকায় খাদ্যগুদামে পানি উঠেছিল। কিন্তু স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতার ফলে কোন সমস্যা হয়নি। তবে চিড়িঙা খাদ্যগুদাম হতে কিছু খাদ্যশস্য অন্যত্র সরাতে হয়েছে। তবে খাদ্যগুদামগুলোতে পর্যাপ্ত চাল/গম মজুদ রয়েছে। ক্ষতিগ্রস্থ এলাকায় স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে খাদ্যবান্ধব ও OMS চালু করা হবে।

১৬। মন্ত্রিপরিষদ সচিব জনাব নাসিমুল গনি বলেন যে, পশুসম্পদের ক্ষয়ক্ষতি নিরুপন করা প্রয়োজন। পশুর টিকা ও চিকিৎসা কার্যক্রম গ্রহণের উদ্যোগ নিতে হবে।

১৭। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ সাইদুর রহমান খান সভাকে অবহিত করেন যে, চলমান বন্যা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ এবং দুর্যোগ মোকাবিলায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সম্প্রতিক জুলাই মাসের প্রথমার্ধে প্রবল মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে নিম্নচাপ ও ভারী বৃষ্টিপাত হয় এবং চট্টগ্রামের ৫টি জেলায় তীব্র জলাবদ্ধতা ও বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। বন্যাদুর্গত মানুষের সহায়তায় তাৎক্ষণিকভাবে সরকারি বরাদ্দ নিশ্চিত করা

হয়েছে। গত ৯ জুলাই তিনি দুর্গত এলাকা পরিদর্শন করেন। পরিস্থিতি সামাল দিতে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীকে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে তাৎক্ষণিক বিশেষ দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে এবং তিনি সেখানে অবস্থান করে সামগ্রিক কার্যক্রম মনিটর ও সমন্বয় সাধন করছেন।

১৮। স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব জনাব মোঃ শহীদুল হাসান বলেন যে, রাস্তার ক্ষয়ক্ষতি নিরুপনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। বন্যার পানি নেমে গেলে পুর্ণাঙ্গ ক্ষয়ক্ষতির চিত্র পাওয়া যাবে। তাৎক্ষনিক মেরামতের মাধ্যমে মহাসড়কগুলো সচল রাখা হচ্ছে।

১৯। সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব ড. মোহাম্মদ জিয়াউল হক সভাকে জানান যে, চট্টগ্রাম কক্সবাজার, বান্দরবান, রাঙ্গামাটি খাগড়াছড়ি জেলার ০৭ টি সড়ক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। সর্বমোট ক্ষতিগ্রস্থ সড়ক ২১১.৫০৮ কি: মি:। এর মধ্যে জাতীয় মহাসড়ক ৩৩.৯৮ কি: মি:, আঞ্চলিক মহাসড়ক ৩৫.০৪ কি: মি: এবং জেলা মহাসড়ক ১৪৩.৪৪ কি: মি: অন্তর্ভুক্ত। যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক রাখার জন্য তাৎক্ষণিক কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বন্যার পানি নেমে গেলে প্রকৃত ক্ষয়ক্ষতি পাওয়া যাবে এবং মেরামতের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। সিলেট, মৌলভীবাজার এবং হবিগঞ্জে ক্ষয়ক্ষতির তথ্য সংগ্রহ করা হবে।

২০। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোহাম্মদ মিজানুর রহমান সভাকে বলেন যে, এ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী দুর্যোগের শুরুতেই ০৮ জুলাই রাঙ্গামাটি পরিদর্শন করেছেন। তিনি আজ বান্দরবনে গিয়েছেন এবং আগামী ০৩ দিন রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি পরিদর্শন করবেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ক্ষতিগ্রস্থদের মাঝে ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে ।

২১। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন সভাকে বলেন যে, ক্ষতিগ্রস্থ এলাকায় গো-খাদ্য প্রয়োজন। পশুসম্পদের ক্ষয়ক্ষতি নিরুপনের জন্য মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। পশুর টিকা ও চিকিৎসা কার্যক্রম প্রদান অব্যাহত আছে।

২২। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ আবদুল আউয়াল জানিয়েছেন যে, বন্যা মোকাবেলায় তাদের পূর্ব প্রস্তুতি রয়েছে। বন্যা উপদ্রুত অঞ্চলে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের লক্ষ্যে চট্টগ্রামে ২টি, কক্সবাজারে ২টি এবং বান্দরবানে ১টি মোবাইল ট্রিটমেন্ট প্লান্টের মাধ্যমে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করা হচ্ছে। প্রতি প্লান্টের সক্ষমতা ঘন্টায় ১৫০০ থেকে ২০০০ লিটার। এ ছারা এসব বন্যা উপদ্রুত এলাকায় ১১ লক্ষ পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট, ২৫০০টি জ্যারিকেন, ৮৫০ সেট হাইজিন কিট, ৭২০০টি স্যানিটারি প্যাড বন্যা কবলিত এলাকায় বিতরণ করা হয়েছে। ওয়াটার ক্যারিয়ারের মাধ্যমেও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করা হচ্ছে। পর্যাপ্ত পরিমান ব্লিচিং পাউডার মজুদ রয়েছে এবং বিদ্যমান টিউবওয়েলসমূহ

মেরামত ও শুদ্ধিকরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে এসকল কার্যক্রম করা হচ্ছে।

আলোচনান্তে সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসূহ গৃহীত হয়:

| ক্র | সিদ্ধান্ত | দায়িত্বপ্রাপ্ত |
|---|---|---|
| ১ | ১। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের তালিকা তৈরি করতে হবে;<br>২। উঁচু জায়গায় বীজতলা তৈরি করতে হবে;<br>৩। কৃষকদের বীজ ও সারসহ প্যাকেজ সহায়তা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। | কৃষি মন্ত্রণালয় |
| ২ | ১। বন্যার পর সম্ভাব্য পানিবাহিত ডায়রিয়া, চর্মরোগসহ ইত্যাদি অন্যান্য সংক্রামক রোগ প্রতিরোধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;<br>২। প্রয়োজনীয় সংখ্যক পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে;<br>৩। গর্ভবর্তী নারী ও শিশুদের চিকিৎসা সেবায় বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে;<br>৪। প্রয়োজন অনুযায়ী সাপের এন্টিভেনম সরবরাহ ও মজুদ রাখতে হবে। | স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় |
| ৩ | ১। স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীনস্থ সড়কসমূহ জরুরিভিত্তিতে মেরামতের ব্যবস্থা গ্রহণ করে যোগাযোগ ব্যবস্থা স্বাভাবিক রাখতে হবে;<br>২। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। | স্থানীয় সরকার বিভাগ |
| ৪ | বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ জাতীয়, আঞ্চলিক ও জেলা সড়কসমূহ জরুরিভিত্তিতে মেরামত করে যান চলাচল স্বাভাবিক ও পণ্য সরবরাহের ব্যবস্থা সচল রাখতে হবে। | সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগ |
| ৫ | ক্ষতিগ্রস্থ রেললাইনসমূহ মেরামত করে রেল যোগাযোগ সচল রাখতে হবে। | রেলপথ মন্ত্রণালয় |
| ৬ | ১। ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ, বেড়িবাঁধ মেরামত ও স্লুইস গেটসমূহ সচল রাখতে হবে;<br>২। প্রয়োজন অনুসারে জিও ব্যাগ মজুদ রাখতে হবে। | পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় |
| ৭ | কৃষকদের তালিকা প্রাপ্তি সাপেক্ষে আর্থিক অনুদান ও সুদমুক্ত ঋণ প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। | সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় |
| ৮ | ১। মানবিক সহায়তা কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে;<br>২। ক্ষতিগ্রস্থ গ্রামীণ কাঁচা সড়ক মেরামতের ব্যবস্থা করতে হবে;<br>৩। মন্ত্রণালয়ের গৃহীত কার্যক্রম প্রতিদিন ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে। | দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় |

| | | |
|---|---|---|
| ৯ | বন্যা সংক্রান্ত নানা অপপ্রচার ও গুজব প্রতিরোধে দৈনিক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করতে হবে। | তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় |
| ১০ | ক্ষতিগ্রস্থ এলাকায় খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি (ওএমএস) চালু করতে হবে। | খাদ্য মন্ত্রণালয় |
| ১১ | পশুর টিকা প্রদান ও চিকিৎসা কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। | মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় |
| ১২ | পানি নেমে যাওয়ার পর স্ব স্ব মন্ত্রণালয় কর্তৃক ক্ষতির পরিমাণ ও প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্থদের তালিকা তৈরি করতে হবে। | সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় |
| ১৩ | জেলা ও উপজেলা প্রশাসন ত্রাণ বিতরণে দুর্নীতিমুক্ত কার্যক্রমের মাধ্যমে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করবে। | সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক এবং উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা |

২৪। সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে দুর্যোগ মোকাবেলায় আন্তরিকতা, সহমর্মিতা ও সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে কাজ করার আহবান ও ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, এমপি)
মন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, ঢাকা
ও
সভাপতি
দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সাম্প্রতিক ভারী বৃষ্টিপাত ও পাহাড়ী ঢলের কারণে
সৃষ্ট বন্যাজনিত দুর্যোগ মোকাবেলা, জরুরি সাড়াদান ও সমন্বয়ের লক্ষ্যে
আন্তঃমন্ত্রণালয় সভ।

স্মারক নং-৫১.০০.০০০০.৩২২.২৯.০০১.২৪ (অংশ-১). ৯৫৮ তারিখঃ ১৫ জুলাই ২০২৬ খ্রি.

<u>বিতরণ: সদয় কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):</u>

১। মাননীয় মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২। মাননীয় মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। মাননীয় মন্ত্রী, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪। মাননীয় মন্ত্রী, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৫। মাননীয় মন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৬। মাননীয় মন্ত্রী, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৭। মাননীয় মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮। মাননীয় মন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয়, মতিঝিল, ঢাকা।
৯। মাননীয় মন্ত্রী, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০। মাননীয় মন্ত্রী, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১১। মাননীয় মন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১২। মাননীয় মন্ত্রী, বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৩। মাননীয় মন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৪। মাননীয় মন্ত্রী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৫। মাননীয় মন্ত্রী, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৬। মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৭। মাননীয় মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৮। মাননীয় মন্ত্রী, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৯। মাননীয় মন্ত্রী, সড়ক পরিবহণ ও সেতু মন্ত্রণালয়, রেলপথ মন্ত্রণালয় এবং নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২০। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২১। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২২। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৩। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় (চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে সাম্প্রতিক বন্যাজনিত দুর্যোগ মোকাবেলায় সমন্বয় ও তদারকির দায়িত্বপ্রাপ্ত)।
২৪। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৫। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৬। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৭। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন বিমান বন্দর, তেজগাঁও, ঢাকা।
২৮। প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা।
২৯। সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩০। সিনিয়র সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩১। সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩২। সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩৩। সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩৪। সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩৫। সদস্য (সচিব), আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
৩৬। সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা।
৩৭। সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩৮। সচিব, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩৯। সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪০। সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪১। সচিব, সেতু বিভাগ, সেতু ভবন, বনানী, ঢাকা।
৪২। সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৪৩। সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, মতিঝিল, ঢাকা।
৪৪। সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪৫। সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪৬। সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৪৭। সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪৮। সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪৯। সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫০। সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫১। সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫২। সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫৩। সচিব,স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫৪। সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫৫। সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫৬। সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫৭। সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫৮। সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫৯। সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬০। সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ।
৬১। সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, পরিবহন পুল ভবন, ঢাকা।
৬২। সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬৩। সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬৪। সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, আগারগাঁও, ঢাকা।
৬৫। সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬৬। মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
৬৭। প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব-১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরতান বিমান বন্দর, তেজগাঁও, ঢাকা (মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)।
৬৯। মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, ঢাকা (মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৭০। পরিচালক, বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।
৭১। পরিচালক, বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
৭২। সিনিয়র তথ্য অফিসার (মাননীয় মন্ত্রীর দপ্তর), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৭৩। অফিস কপি।

১৫.০৭.২০২৬

(মোঃ নাসির উদ্দিন)
উপসচিব (দুব্য-১)
ফোনঃ ৫৫১০১০৬৩
ই-মেইল: ds.dm1@modmr.gov.bd